পান দোকানের আড়ালে রমরমিয়ে চলছে মদের ব্যবসা

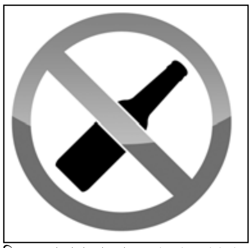

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রামনগর-এগরা রাজ্য সড়কের পাশে গৌরীশঙ্কর সামন্তের পান-বিড়ি দোকানের আড়ালে মদের ঠেক চলছে বলে অভিযোগ নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। যদি সত্যিকারের মদের ঠেক চলে তাহলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রায় মাস ছয়েক ওই এলাকায় পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের জেরে মদের ঠেকগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার রমরমিয়ে অবৈধভাবে চলছে মদের কারবার। ফলে সন্ধে হলেই ওই পান দোকানে ভীড় উপচে পড়ে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অভিযুক্ত পান দোকানের আড়ালে মদ বিক্রি করার ফলে এলাকার কিছু যুবক এবং পাড়ার কিছু পরিবারের সদস্যরা মদ্যপান করে বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি করে। তাছাড়া বহিরাগতদের আনাগোনাও ছিল। পাড়ার যুবকরা মদ্যপানে ব্যস্ত হচ্ছে। দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে এলাকা। আর মদ্যপদের বাড়ি ফিরে অশান্তির জেরে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার মহিলাদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলার অভিযোগ, ১০০ দিনের কাজ বা অন্য দিনমজুরি করে আমার স্বামীর যা আয় হয় তার অধিকাংশটাই মদে চলে যায়। আর তা নিয়েই বাড়িতে নিত্য অশান্তি লেগেই থাকে। তবে ওই দোকানদারকে একাধিকবার সতর্ক করেও কোনও লাভ হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ, মেইন রাস্তার পাশে উত্তর দিকে মুখ করে রয়েছে ওই পান-বিড়ি দোকান। সামনে থেকে দেখে বোঝার কিছু উপায় নেই। আর রাত হলেই সেই দোকানের আড়ালে রমরমিয়ে চলছে মদের ঠেক। এইজন্য সেই দোকান মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকে। ফলে এলাকা কলুষিত হচ্ছে এবং সমাজ ক্রমশ অবনতির দিকে এগোচ্ছে। এ বিষয়ে রামনগর-২ নং ব্লকের বিদায়ী সভাপতি অরুণ কুমার দাস বলেন, আগে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে মদের ঠেকগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের নজর এড়িয়ে কীভাবে রমরমিয়ে মদের ঠেক চলছে তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

রান্নার গ্যাস ও পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ রান্নার গ্যাসের ও পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হল বামেরা। পথে নামল সিপিএম। মঙ্গলবার বিকেলে সিপিএমের মেদিনীপুর শহর পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। শহরের পিপলস্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নিকটস্থ সিপিএমের পূর্ব এরিয়া কমিটির অফিস থেকে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী সমর্থকদের একটি মিছিল এরিয়া কমিটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলটি স্কুলবাজার, ভীমচক, নিমতলা, বটতলা, গান্ধীমোড় হয়ে পঞ্চুরচকে রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে শেষ হয়। পঞ্চুরচকে মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএমের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্যা সারদা চক্রবর্তী, পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুকুমার আচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

দিঘায় প্লাস্টিক ব্যবহারে ৫০০ টাকা জরিমানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ এবার থেকে দিঘায় প্লাস্টিক ব্যবহার করলেও গুনতে হবে নগদ কড়কড়ে ৫০০ টাকা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দূষণমুক্ত করতে এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। দিঘার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের কথা জানার পরে অনেকেই এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। রামনগর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি নিতাইচরণ সার জানিয়েছেন, বাম সরকারের আমল থেকে বর্তমানে সৈকত শহর দিঘার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, এখন সারা বছর ধরে দিঘাতে পর্যটকেরা আসেন। এই রাজ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি বিদেশীরাও এখন দিঘায় আসছেন। নিতাইচরণবাবু আরও জানিয়েছেন, পর্যটকেরা দিঘার বর্তমান উন্নয়ন-সৌন্দর্যায়ন নিয়ে প্রশংসা করলেও পরিবেশ দূষণ নিয়ে মাঝে মধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁদের। তাই দিঘাকে প্লাস্টিকমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ ও রামনগর পঞ্চায়েত সমিতি যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নিতাইচরণ সার বলেন, দিঘার সমস্ত ব্যবসায়ীকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে মাইকিং করে পর্যটকদেরকেও জানানে হয়েছে এই সিদ্ধান্তের কথা। এরপরেও দিঘায় প্লাস্টিক ব্যবহার করতে দেখা গেলে, ব্যবহারকারীর থেকে ৫০০ টাকা করে জরিমান নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রথম স্ত্রী'র পর দ্বিতীয় স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ দাবিমতো অতিরিক্ত পণের টাকা না পেয়ে এক গৃহবধূর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে তাঁকে পুড়িয়ে মারলো তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। পরে সেই মৃতদেহ হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পদুমবসানে। মৃতার পরিবার ও স্থানীয় আধিবাসীরা এই ঘটনায় জড়িতদের চরম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, দুবছর আগে পাঁশকুড়ার বাসিন্দা সেখ আব্দুল কাজির মেয়ের সাথে তমলুক পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নূর ইসলামের বিয়ে হয়। জানা গেছে, আগের পক্ষের স্ত্রীকেও একই কারণেই আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল নূর ইসলাম। মৃতার বাবা সেখ আব্দুল কাজি জানান, শ্বশুড়বাড়ির কথা রাখতে বহুবার সাধ্যমত জামাইকে টাকা দিয়েছি। এবার সেই অর্থের পরিমান অনেক বেশি ছিল। তা না দিতে পারায় জামাই সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গায়ে আগুন দিয়ে খুন করেছে। মৃত অবস্থায় তমলুক হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে যায় স্বামী সহ তার পরিবারের অন্যান্যরা। খুনের অভিযোগ জানিয়ে তমলুক থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। তমলুক থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতার বাবার আরও অভিযোগ, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর জানতে পারি নূরের আগে বিয়ে হয়েছিল। আগের পক্ষের স্ত্রীকেও আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল সে। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

অবৈধ বালি খাদানে অভিযান চালালো জেলা প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন কাঁসাই নদীর আনিকেট এলাকার। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাধিক স্থানে নদীর পাড় থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার কাজ হয়ে আসছে। এর আগেও বেশ কয়েকবার প্রশাসনের তরফে সেই সকল খাদানে রেডও করা হয়। কিন্তু প্রশাসনের কোনো এক গাফিলতির কারণে সেই সব খাদানগুলোতে ফের বালি তোলার কাজ শুরু হয়ে যায়। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক পদে যোগ দেন পি. মোহন গান্ধী। তাঁর কাছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধভাবে বালি খাদানের খবর পৌঁছাতেই তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শনিবার জেলাশাসকের নির্দেশে ভূমি দফতরের কয়েকজন আধিকারিক বালিখাদানে পৌঁছালেই সেখানকার কর্মীরা পালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের মেশিনগুলি রয়ে যায়। পরে পেলোডার আনা হয় প্রশাসনের তরফে। তল্লাশি চালিয়ে মেশিনগুলি আটক করা হবে বলে জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে। কাঁসাই নদীর এই এলাকায় যে সকল খাদান অবৈধভাবে চলছে সেগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানা গেছে। আগামী কয়েকদিন জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বালি খাদানের বিরুদ্ধে অভিযানও চালানো হবে বলে জানা গেছে।

হিমঘর ও ফুলবাজার নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক পাঁশকুড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ শুক্রবার জেলাশাসকের দফতরে পাঁশকুড়ার হিমঘর ও দেউলিয়ার ফুলবাজার নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হল। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুদিন ধরে চলে প্রশাসনিক বৈঠক। পাঁশকুড়ার হিমঘরটি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে পিপিপি মডেলে গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে জেলাপ্রশাসকের। বৃহস্পতিবার হয় পাঁশকুড়ায় ফুলের হিমঘর পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়ে। শুক্রবার বৈঠক হয় দেউলিয়া বাজারে নতুন ফুলবাজার তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে। জেলার প্রশাসনিক কর্তারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোলাঘাট ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানব সামন্ত, জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বুদ্ধদেব ভৌমিক সহ বিশিষ্টরা। দুটি বিষয় প্রসঙ্গে জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বুদ্ধদেববাবু জানান, এদিনের বৈঠকে মূলত দেউলিয়া বাজারে জাতীয় সড়কের পাশে হওয়া ফুলবাজারটি কিছুটা দূরে মিহিটিকিরি গ্রামে করার পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধীনস্ত ৬নং জাতীয় সড়কের পাশে একটি বড় ঝিল বুজিয়ে করা হবে ফুলবাজার। আর একসাথে বাজারটি আরও গুরুত্বপূর্ণ করার লক্ষ্যে সব্জী ও মাছের বাজার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ঝিল বোজানোর জন্য প্রাথমিকভাবে ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে জানান বুদ্ধদেববাবু। দেউলিয়া বাজারে জাতীয় সড়কের পাশে ফুলবাজার হওয়ার কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হতেন ফুলচাষি সহ সাধারণ মানুষেরা। এলাকায় দীর্ঘদিনের দাবি মিটতে চলেছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসীরা। পাঁশকুড়ায় পিপিপি মডেলে হিমঘরটি তৈরি করার কাজও দ্রুত টেন্ডার করিয়ে কাজ শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন জেলার কৃষি কর্মাধ্যক্ষ।

অথেন্টিক ড্যান্স মেকারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের উদীয়মান নৃত্য প্রশিক্ষণ সংস্থা অথেন্টিক ড্যান্স মেকারের প্রথম বর্ষ বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল জেলা পরিষদ হলে।

মনোজ্ঞ এই বার্ষিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত গুরু ও শিল্পী জয়ন্ত সাহা। উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়ান ভট্টাচার্য, সমাজসেবী রমাপ্রসাদ গিরি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের প্রথম নিবেদন হিসেবে পরিবেশিত হয় 'গণেশ বন্দনা' নৃত্য। একক, দৈত্ব ও সমবেত নৃত্যে ছিলেন শিল্পী জিৎ দাশ তাঁর শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানের মাঝে ড্যান্স রিয়েলিটি শো-খ্যাত নৃত্য শিল্পী জিৎ দাশ তাঁর নৃত্য শৈলীর মধ্য দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নেন। সংস্থার প্রশিক্ষক আবীর প্রসাদ কারক জানান, তাঁদের এই প্রথম বছরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁরা যেভাবে দর্শকদের ভালোবাসা ও সহযোগিতা পেলেন তাতে তাঁরা অভিভূত। আগামী দিনে তাঁরা আরও ভালো অনুষ্ঠানের চেষ্টা করবেন। অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য তিনি সংস্থার শিক্ষার্থীদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। নবীন নৃত্যশিল্পীদের উদ্দেশ্যে তরুণ প্রশিক্ষক আবীরবাবুর পরামর্শ হল, নৃত্য একটি সৃজনশীল কলা, একে ভালোভাবে রপ্ত করতে গেলে, একে মনেপ্রাণে ভালোবাসতে হবে এবং অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদনের মতো বড়ো মঞ্চে প্রায় হল ভর্তি দর্শকদের সামনে সংস্থার শিক্ষার্থী পৌলমী কর, প্রতীক সহ অন্যান্যদের পারফরমেন্স উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেয়। উল্লেখ্য, মাত্র বছর দেড়েক আগে, ২০১৭ সালের মার্চ মাসে পথচলা শুরু করলেও ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অথেন্টিক ড্যান্স মেকার।